facebook page: swapnanagar bidyaniketan
www.swapnanagar.org

আমাদের কথা

মে-জুন ২০১৯

স্বপ্ননগরের 'জীবন জয়ের পথে' প্রকল্পে দু'জনের এসএসসি উত্তীর্ণতার গল্প

জীবিকার জন্য পাহাড়ে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর জখম নিয়ে ফিরেছিল মাধব। পরীক্ষার আগের আট মাস মোটামুটি হাসপাতাল আর গৃহে শয্যাশায়ী দিন কাটিয়েছে। বিজ্ঞানের বিপুল পাঠের চাপ নিয়ে আগুয়ান পরীক্ষা এই অবস্থায় ভীষন সংশয়াকুল করে তুলেছিলো তাকে।
ওকে দেখতে গিয়ে দেখেছি হতাশার জল গড়িয়ে পড়ছে চোখের কোন বেয়ে। বুঝতে পারছিলাম পরীক্ষা একবার ড্রপ হলে ওকে ফেরানো মুশকিল। আমাদের মনে হয়েছিলো অদম্যতা ছাড়া আর কোন মানসিক সম্বল ওকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারবে না। পড়তে পছন্দ করা মাধবের মন বাঁধতে পাঠাগার থেকে আমাদের hands-on প্রধান শিক্ষক সুজা স্যার যোগান দিতে থাকেন 'মানুষের মত মানুষ'সহ হার-না-মানাদের কাহিনী। এসময় দারুনভাবে ওর পাশে ছিলো আমাদের একসময়ের প্রিয় ছাত্র, ওরই বড় ভাই কেশব। পড়াশোনায় আগ্রহী কেশবও অনেকেরই মত পরিবারের সংকট মোকাবেলায় ড্রপ-আউট হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন বৃদ্ধ বাবা-মা আর পড়ুয়া ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছে ওর কর্মঠ পেশী।
এরপর মধাব আস্তেআস্তে আবার হাঁটতে শুরু করলো, দম ফিরে পেলো, পরীক্ষা দিলো। পরীক্ষা পরের অবসরে স্বপ্ননগরের অফিসের কম্পিউটারে কিছুকিছু কাজও শিখে নিলো। মাধবের এমন প্রাণবন্ত ফিরে আসা দেখে বুঝলাম ফল নিয়ে কোন শংকায় নেই মাধব।
পড়াশোনার রাস্তাটা দুর্গম হতে মেয়েজীবনটাই যথেষ্ট ছিলো রিতা আর সাকলিমার। পরিবারের সীমিত যোগানে মেয়ের ভাগ যে বাড়ন্ত, মেয়ে-বিগড়ানো পড়ালেখা এখানে যে নাপসন্দ, স্কুলে আসা-যাওয়ার পথটা যে বখাটেসংকুল, প্রথম কৈশরকে সবাই যে এখানে ঘটকচোখে মাপে! প্রান্তিক দারিদ্রদুর্বল পরিবারে ছোট্ট মেয়েটাকেও পেয়ে বসে প্রবল গোরা, সর্বাংশ নারীবিদ্বেষী এক সংস্কৃতি। দারিদ্রের ব্যস্তানুপাতেই যেন এখানে মেয়েদের নিরাপত্তা আর আশ্রয় কমে। ওদের এগুনোর রাস্তাকে একেবারেই বন্ধ করে দিতে চায় দীর্ঘ হওয়ার আগেই।
সাকি আর রিতার জন্য এসএসসি তো রীতিমতো অগম্যই ঠেকছিলো। বিয়ে-বখাটের নানা উৎপাতে ওদের বন্ধ হতে যাওয়া পড়াশুনোকে দম দেওয়া ঘড়ির মত কিছুদিন পরপর চাবি দিতে হতো আমাদের। যা হোক, এভাবেই ছেড়ে-ধরে এসএসসি উতরালো দুজনেই। কিন্তু আমাদের হিসেবে আঠারো হতে আরো কিছু মাস বাকি সাকলিমাকে ফলপ্রকাশের কিছুদিন আগেই গোপনে পার করে দেয়া হয়। অনেক লড়ে বিয়ের প্রকাশ্য উদ্যোগটা থামিয়ে যখন স্বস্তিতে ওদের কলেজযাত্রার চিন্তা করছি তখনই একদিন ও রহস্যময়ভাবে 'নিখোঁজ'।
অতঃপর, মাধব আর রিতা, অবশিষ্ট এই দুইটি সন্তানের এসএসসি উত্তরণ সম্বলেই আমাদের 'হারাধন' স্বপ্ননগর পরিবারের ২০১৯ এর উচ্চমাধ্যমিক যাত্রা।
স্বপ্ননগর গ্রাম থেকে এবার দ্বিতীয় ব্যাচ ডিঙ্গালো এসএসসির চৌকাঠ। আমাদের alumni মাধাব, রিতা আর সাকলিমা এবারের পরীক্ষার্থী ছিলো। প্রথম দু'জনেরই নিবাস স্বপ্ননগরে আর সাকলিমার নিবাস প্রতিবেশী গ্রাম কাঞ্চননগরে। স্বপ্ননগর নামের আয়াসসাধ্য উদ্যোগটিকে ভিত দেয়া ঘটনাগুলোর অন্যতম এই এসএসসি উত্তরণ। বহু সহপাঠীর মাঝপথে ঝরে পড়ার দমখেকো ঘটনা দেখতে দেখতে টিকে থাকারা এখানে গুটিকয়। তবে পরিবর্তনের নির্ধারক হয়তো এরাই। তাই আশায় বাঁচে স্বপ্ননগর।

'জীবন জয়ের পথে' প্রকল্প কি ও কেন?

স্বপ্ননগরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে আমরা এখনো উচ্চবিদ্যালয়ের অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালু করতে পারি নি। আর ঠিক এই পর্যায়েই আমাদের হাইস্কুলগামী বাচ্চারা শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের থাবার কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়তে থাকে। তাদের রক্ষার জন্য তাই আমরা প্রাইমারী ডিঙানো শিক্ষার্থীদের 'জীবন জয়ের পথে' প্রকল্পের মাধ্যমে এইচএসসি পর্যন্ত সবধরণের সহযোগিতা দিয়ে থাকি। এইসময় সকল শিক্ষাব্যয় বহন, পড়াশোনার তত্ত্বাবধান, পরিবারকে বুঝানো, বিয়ে ঠেকানোসহ সকল নাজুক পরিস্থিতিতেই পাশে থেকে ওদের জীবন জয়ের সংগ্রামের সহযোদ্ধা হই। একেবারে নিস্বঃতার মধ্যেও দাড়াতে চাওয়ার এই লড়াই প্রতিটা শিশুর যেন নিজস্ব এক একটা লড়াই। কিছু লড়াই হারি, কিছু জিতে যাই আমরা। তবে ইঞ্চি ইঞ্চি এগিয়ে এখন সমগ্র যুদ্ধটা জয়ের বাস্তব সম্ভাবনা আমাদের দৃষ্টিসীমায় স্পষ্ট। আমাদের প্রথম ব্যাচের দুজন যে এরই মধ্যে উচ্চশিক্ষার দোরগোড়া পর্যন্ত চলে এসেছে। এভাবে পায়ের নীচের বাড়তে থাকা জমিন আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে আমাদের সবাইকে।

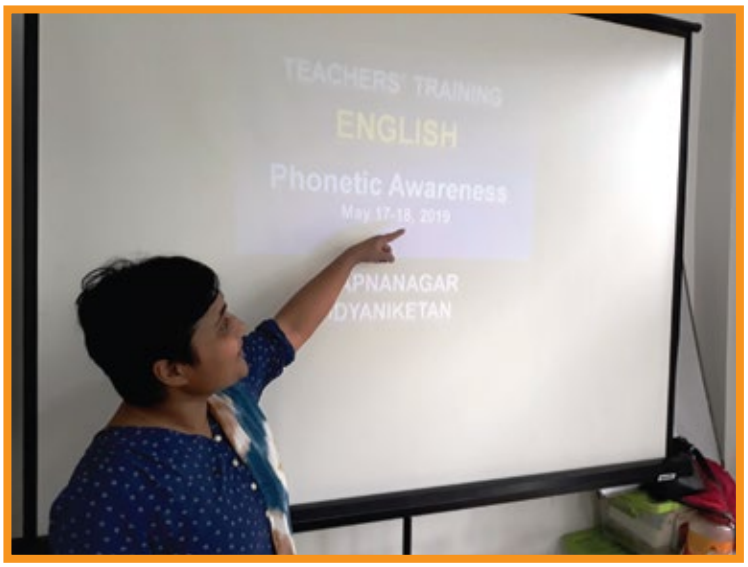

শিক্ষক কর্মশালাঃ ইংরেজি শিক্ষণ

আমাদের নিয়মিত "Subject Skill" প্রশিক্ষণের অধীনে ১৭ এবং ১৮ মে, ২০১৯ স্বপ্ননগর ক্যাম্পাসে ইংরেজী বিষয়ের উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজি বিষয়ে ক্লাসের প্রত্যাশিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানোই ছিলো এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। যেহেতু বর্তমানে ইংরেজী পাঠ্যবই "যোগাযোগমূলক" পন্থায় সাজানো তাই পাঠের উপর শিক্ষার্থীদের মৌখিক এবং লিখিত দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্ননগরের একাডেমিক কোঅর্ডিনেটর নাসিমা সিরাজী এই কর্মশালাটি পরিচালনা করেন।